সংবাদ

9 FEB 2003

শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজের অধ্যক্ষকে অপসারণের চেষ্টা

☐ পশ্চাতে সরকার সমর্থক কিছু শিক্ষক-কর্মচারী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ উপেক্ষা করেও রাজধানীর শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদকে অপসারণের চেষ্টা চলছে। সরকার সমর্থক শিক্ষক-কর্মচারী সংগঠনের নেতাদের চাপেই এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০০২ সালের জুলাই মাসে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে একটি বেনামি চিঠি দেয়া হয়। এই বেনামি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে একটি গোয়েন্দা সংস্থা তদন্ত শুরু করে। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বেনামি অভিযোগপত্রের অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয়নি। তা সত্ত্বেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী এক কর্মকর্তার নির্দেশে নিরীক্ষা অধিদপ্তরের দুই সদস্যকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই দু' সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুকের বর্তমান কর্মস্থল এবং অতীতে যে সব কলেজে দায়িত্ব পালন করেছেন সেসব কলেজেও সরজমিন পরিদর্শন করেন বলে জানা গেছে। পরিদর্শন প্রতিবেদনে অভিজ্ঞতার সনদ জালিয়াতি, অনিয়ম ও দুর্নীতির ৭টি অভিযোগ করা হয় এবং এ ব্যাপারে অধ্যক্ষ কাজী ফারুকের কাছে জবাব চাওয়া হয়। অধ্যক্ষ কাজী ফারুক প্রতিটি অভিযোগের ব্যাপারে বিস্তারিত জবাব দেন। অভিজ্ঞতার সনদ জালিয়াতির অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানেই তার অভিজ্ঞতা ১৩ বছর। অথচ শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজে নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছিল ১২ বছর। তিনি সেখানে ২১ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেয়া পত্রেও এই ১৩ বছর অভিজ্ঞতার বিষয়টি স্বীকার করা হয় বলে সূত্র জানায়।

চেষ্টা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

চেষ্টা ঃ অপসারণের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রক্ষিত অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদের জবাব থেকে দেখা যায়, প্রতিটি অভিযোগের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যসহ জবাব দেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও উপস্থাপন করেন। ফলে দু'সদস্যের পরিদর্শন প্রতিবেদনের অভিযোগগুলো মূলত খারিজ হয়ে যায়।

– জানা গেছে, এর আগেই অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদকে সরানোর জন্য কলেজের পরিচালনা পর্ষদ থেকে চেয়ারম্যান তাহমিনা হোসেনকে অব্যাহতি দেয়া হয়। অব্যাহতি দেয়ার পূর্বে মন্ত্রণালয় থেকে তাকে কিছুই জানানো হয়নি বলেও জানা গেছে। পরে যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার এক কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত গত ৪ঠা জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্রে (স্মারক নং-৪/৭নি-৩/২০০১/১) তাকে অপসারণের নির্দেশ দেয়া হয়। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক হাইকোর্টে রিট করেন। হাইকোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপসারণের আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। জানা গেছে, এরপর ১লা ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় পুনরায় নিয়মিত ক্লাস না নেওয়ার অভিযোগে অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদকে শো-কজ করেছে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, পরিচালনা পর্ষদের সভায়ও তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেয়া হতে পারে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী এক কর্মকর্তা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সঙ্গে দেন-দরবার করছেন বলেও জানা গেছে।

এ ব্যাপারে কলেজে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায়, ওই কলেজের শিক্ষিকার ইন্ধনে সরকার সমর্থক কর্মচারীদের একাংশ এই বেনামি চিঠি প্রস্তুত করে। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই সদস্যের তদন্ত টিমের প্রতিবেদনে (প্রতিবেদন ঘ-২) ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধেই ভুয়া নিয়োগ তারিখ ব্যবহার করার এবং ১ বছর অবৈধভাবে বেতন উত্তোলনের অভিযোগ করা হয়েছে: কিন্তু ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী জানান, অধ্যক্ষ হিসেবে কাজী ফারুক দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর যাবৎ দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। তার দায়িত্বহীনতার কোন নজির কেউ দেখেনি। কয়েকজন শিক্ষক জানান, শিক্ষক সংগঠনগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল হিসেবেই অধ্যক্ষ কাজী ফারুককে অপসারণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা শিক্ষক সমাজের জন্য লজ্জার।